দৈনিক বাংলা

043

তারিখ ... ১৪।১২।৭২ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

নিজামউদ্দীন আহমদ

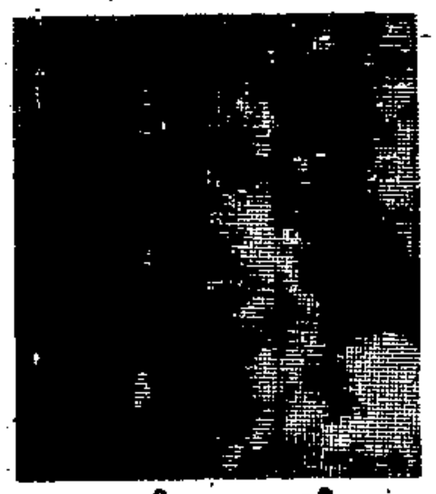

সেলিনা পারভীন

অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রশিদুল হাসান

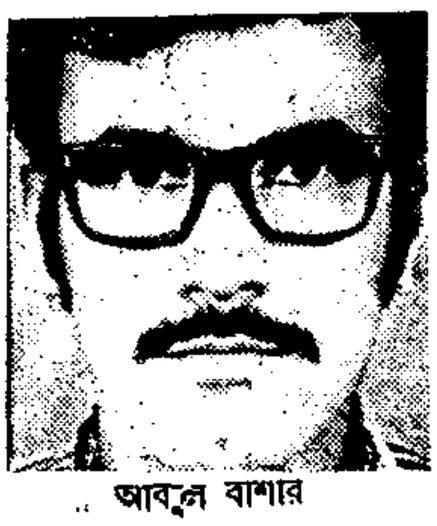

আবুল বাশার

আবুল কালাম আজাদ

অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ

এম এ মান্নান (লাড়ু ভাই)

জহিরুল ইসলাম

ফয়জুল হক মহী

আমরা তাঁদের স্মরণ করি

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ বেদনাশ্রিত ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে স্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে দেশমাতৃকার এই সুসন্তানদের আত্মত্যাগ আমাদের অনাগত বংশধরদের দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এই দিনে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা একাত্তরের ডিসেম্বরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ও তার দোসরদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল রায়ের বাজারের ইটখোলায়।

চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চেয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে ও জাতীয় জীবনে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করতে। আলবদর ও আলশামসরা চেয়েছিল স্বাধীনতার সূর্যোদয় ও জনগণের বিজয়কে প্রতিহত করতে।

আজ সেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী। জাতির স্মৃতিপটে তাঁরা আজও নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছেন।

শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আমরা আজ তাঁদের স্মরণ করি। আলবদর ও আলশামসের সদস্যরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য ও ডাঃ মোহাম্মদ মর্তুজাসহ আরও অনেককে। হত্যা করে তাঁদের নির্মমভাবে।

শহীদুল্লাহ কায়সার

আমরা স্মরণ করি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম সংগঠক শহীদুল্লাহ কায়সারকে। দৈনিক সংবাদের যুগ্ম-সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন সাংবাদিকতা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেরই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর উপন্যাস 'সারেং বৌ' ও 'সংশপ্তক' রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। আলবদর বাহিনী তাঁকে কায়েতটুলীর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি।

মুনীর চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক বিদগ্ধ বাগ্মী, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের এক শ্রদ্ধেয় নাম। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। দখলদার বাহিনীর দোসররা তাঁকে সেন্ট্রাল রোডের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সাহিত্যের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। শান্ত, বিনম্র ও নিরীহ এই অধ্যাপকও আলবদর ও আল শাম্‌সদের হাত থেকে রেহাই পাননি।

আনোয়ার পাশা

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে তিনি লিখেছিলেন 'রাইফেল রোটি আওরত' উপন্যাস। উপন্যাসটি শেষ হবার আগেই তাকে হত্যা করা হয়। তবে লাশ শনাক্ত করা গিয়েছিল অনেক দিন পরে। ৭২ সালের ৫ই জানুয়ারী তাকে সমাহিত করা হয়।

গিয়াসউদ্দীন আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন ছিলেন মহসিন হলের হাউজ টিউটর। ইতিহাসের এই অধ্যাপককে হত্যাকারীরা হল থেকে ধরে নিয়ে যায়।

সন্তোষ ভট্টাচার্য

বেঁচে থাকতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন ছেড়ে যাননি অধ্যাপক সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য। তাই তাঁকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়—পৃথিবী থেকেই চিরতরে বিদায় নিতে হয়। হত্যাকারীরা নির্বিরোধ এই শিক্ষককেও রেহাই দেয়নি।

রশিদুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক রশিদুল হাসানও নিহত হন আলবদর বাহিনীর হাতে।

ডাঃ ফজলে রাব্বী

ডাঃ ফজলে রাব্বী ও ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন চিকিৎসক সমাজে ব্যতিক্রম। তারা ছিলেন প্রগতির সপক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও ডাঃ রাব্বী গোপনে চিকিৎসা করতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁর জীবনদীপও নিভেছে আলবদরদের হাতে।

ডাঃ আলীম চৌধুরী

বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরী স্বপ্ন দেখতেন শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার। তিনিও প্রাণ দেন দখলদার বাহিনীর দোসরদের হাতে।

ডাঃ মোহাম্মদ মর্তুজা

ডাঃ মোহাম্মদ মর্তুজা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিকিৎসক। চিকিৎসক হলেও তিনি ছিলেন একজন সচেতন প্রগতিশীল লেখক। তিনি এদেশের বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এ জন্যই স্বাধীনতার শত্রু আলবদররা তার বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবন থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার লাশও পরে সনাক্ত করা গিয়েছিল।